Bangladesh Journal of Political Economy

Research Note-4

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 31, No. 5, January 2017, pp. 505-512
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

ভবদহের জলাবদ্ধতা–বিপর্যস্ত জনজীবন ও আমাদের করণীয়

সুকুমার ঘোষ *

১. পটভূমি

ষাটের দশকের উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের হিমালয় বিধৌত এ ব-দ্বীপ অঞ্চল ছিল অসংখ্য নদ-নদী,উপ-নদী ও শাখানদী বেষ্টিত। হিমালয় থেকে সৃষ্ট গঙ্গা নদীর মাধ্যমে বয়ে আসা হিমালয় বিধৌত পলি ও সুন্দরবনের জৈব বর্জ্য ভেসে এসে নিম্নভূমিতে অবক্ষেপিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এ বিশাল ভূ-ভাগ- যা এক সময়ে সাগরের তলে নিমজ্জিত ছিল। জৈব ও পলিদ্বারা গঠিত এ ভূ-ভাগ ছিল খুবই উর্বর। খুব সহজেই এককথায় বিনা চাষে কৃষকেরা জমিতে আউশ ও আমনের চাষ করত। কখনও বন্যা,কখনও লবণাক্ততা আবার কখনও জলোচ্ছ্বাসে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতো। মানুষ নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অষ্টমাসী বাঁধ দিয়ে তখন চাষাবাদ করত।

১৯৫৪-৫৫ সালের ভয়াবহ বন্যার পর জাতিসংঘের সুপারিশে পূর্ব-বাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান) বন্যা সমস্যা সমাধানে গঠিত হয় ক্রুগ মিশন। এই মিশন বন্যা সমস্যা সমাধানে একটি সুপারিশ পেশ করে। ১৯৫৯ সালে ই.পি.ওয়াপদা গঠন হওয়ার পর পূর্ব-পাকিস্থানের বন্যা নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব দেওয়া হয় ই.পি.ওয়াপদাকে। ই.পি.ওয়াপদা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও লবণাক্ততা নিরসনে "উপকূলীয় বাঁধ" নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্পের আওতায় "অধিক ফসল ফলাও"- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ১৯৬১ সালে ভবদহ নামক স্থানে হরি নদীর উপর বাঁধ দিয়ে (নদী বন্ধ করে) নদীর বাম দিকে ৬টি ও ২১ টি ও ডান পাশে ৯টি মোট ৩৬ টি স্লুইস গেট সহ শুধু খুলনাঞ্চলে ৩৭টি পোল্ডার, ৪০০০ কি.মি. বেড়িবাধ ও ২৮২ স্লুসজ গেট নির্মাণ করা হয়। বিলের অভ্যন্তরে মুক্তেশ্বরী অববাহিকায় খালসমূহের মুখেও স্লুইচ গেট নির্মাণ করে পোল্ডার গড়ে তোলা হয়। ফলে প্রকল্প পরবর্তী এক দশকেরও বেশী সময় ধরে এতদাঞ্চলে ৩ টি ফসল আউশ, আমন ও বোরো উৎপাদন হতো।

মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলেও অতিবৃষ্টির ফলে স্লুইজ গেট দিয়ে দ্রুত পানি নামতে না পারায় এলাকা প্লাবিত হয়ে মানুষের ঘর-বাড়ী ফসলের ক্ষতি হয়েছে বার বার। কর্তৃপক্ষ জানতো প্রকল্পটি সর্বোচ্চ ২০ -২৫ বছর কাজ করবে কিন্তু স্লুইজগেটগুলো ঠিকমত উঠানো-নামানোর অভাবে ১২-১৪ বছরের মধ্যে (৭০ এর দশকে) ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়,যা ৮০ এর দশকে মারাত্মক আকার ধারণ করে। পোল্ডার নির্মাণের ফলে জোয়ারের পলিযুক্ত পানি বিলে প্রবেশ করতে না পেরে গেটের বাইরে নদীর তলদেশে জমা হয় এবং গেটের ভিতরের বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চলের স্বাভাবিক ভূমি গঠন

* সহকারী অধ্যাপক, মশিয়াহাটী ডিগ্রী কলেজ, মশিয়াহাটী, যশোর।

প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে থাকে। উজানে ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে পদ্মায় পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় শাখানদীগুলো প্রবাহহীন হয়ে পড়ে। হরি ও শ্রী এবং ভবদহের স্লুইজ গেটের অভ্যন্তরে অবস্থিত মুক্তেশ্বরী নদীর সাথে ভৈরব ও মাথাভাংগার এককালে সংযোগ ছিল। পদ্মার শাখা মাথাভাঙ্গা নদী ভৈরবের একটি প্রবাহ মুখ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরা তাদের চলাচলের সুবিধার্থে নৌকা ভর্তি মাটি ফেলে খরস্রোতা মাথাভাঙ্গা নদীকে শাসন করে। ফলে মাথাভাঙ্গা স্রোতহীন হয়ে ভৈরবের নাব্যতা হ্রাস পায়। পঞ্চাশের দশকে ভৈরবের অপর উৎসে গঙ্গায় পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার করিমপুর থানার হাগনা গাড়ী নামক স্থানে (ভারত অংশে নাম জলাঙ্গী নদী) তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বাঁধ দেয়ায় ভৈরব সম্পূর্ণভাবে গঙ্গা থেকে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়াও কোটচাঁদপুর থানার তাহেরপুর ও হাকিমপুরে কপোতাক্ষ নদী বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ভৈরবের স্রোতধারা আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। ভৈরব নদীকে বিভিন্ন জায়গায় শাসন ও লীজ প্রদান, মৎস্যঘের,পাটা দিয়ে মাছ ধরা ও বিভিন্ন স্থাপনা তৈরীতে ব্যবহার করায় স্রোতহীন হয়ে পড়ে। এর ফলে ভবদহের উজানের পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। কপোতাক্ষ নদীও একই কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই নদীর সাথে সংযোগ রয়েছে হরিহর,বেত্রাবতী,ভদ্রা,ইছামতি প্রভৃতি নদীর। ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনে দুটো নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা তাই জরুরী। মুক্তেশ্বরীতে উজানের পানি প্রবাহ না থাকায় পলিবাহিত জোয়ারের নোনা পানি ভূ-ভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হামকুড়া,হরি,শ্রী, ভদ্রা,কপোতাক্ষ, বেত্রাবতীও শোলমারীসহ দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ নদীর তলদেশ ভরাট হতে থাকে। হরি ও শ্রী নদীর তলদেশ বিলের ভূমির তলদেশ অপেক্ষা উঁচু হয়ে পড়ে এবং বিলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অকোজো হয়ে যায়। ১৯৮৮ সালে যশোরের মনিরামপুর, কেশবপুর,অভয়নগর এবং খুলনার,ফুলতলা,ডুমুরিয়া ও বটিয়াঘাটার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। যশোর জেলায় ২১টি ইউনিয়নের ২ শতাধিক গ্রাম ও ৮ লক্ষাধিক মানুষ জলাবদ্ধতার শিকার হয়।

আশির দশকে বামপন্থী সংগঠনগুলো জনগণকে সম্পৃক্ত করে গণ-অন্দোলন গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন স্থানে বাঁধ কাটা, গেট ভাঙ্গা শুরু করে। ১৯৮৩ সালে জনগণ ভর্তের বিলের বাঁধ কেটে দেয়। ১৯৮৬ সালে "মরণ ফাঁদ ভবদহের বাঁধ" -শ্লোগানকে সামনে নিয়ে হাজার হাজর জনতা জলবদ্ধতার হাত থেকে বাঁচার জন্য ভবদহের বেড়িবাঁধ কেটে দেয় । ১৯৮৭ সালে জনগণের আন্দোলনের মুখে তৎকালীন এরশাদ সরকার ভবদহে এসে জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার প্রতিশ্রুতি আংশিক রেখেছিলেন। স্থানীয় জনগণের কাছে শোনা ১৯৮৭ সালে ভবদহের স্লুইজ গেটগুলো খোলার ফলে শ্রী নদী নাব্যতা ফিরে পায় এবং বিল কেদারিয়া ও বিল বোকড়ে প্রচুর রবি শস্য হয়। বিল কেদারিয়ায় সে বছর যথেষ্ট পলিও পড়েছিল। ১৯৮৮ সালে জনতা ডহুরী ও ১৯৯৭ সালে ভরত -ভায়নার বেড়ী বাঁধ কেটে দেয়। মাস্তান বাহিনী ও পুলিশের সাথে প্রতিবাদী সংঘর্ষ হয়। জনতার সংঘর্ষে গোবিন্দ দত্ত মারা যান। ভরত-ভায়নায় অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ কাটা হলেও বিলের তলদেশে ৫-৬ ফুট পলি পড়েছিল। শোলগাতিয়ায় হরি নদীর নাব্যতাও ১৫-২০ ফুট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯৯০ সালে বিল ডাকাতিয়া সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে জনগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিল ডাকাতিয়ার ৪-৫ স্থানে বেড়িবাঁধ কেটে দেয়। খুলনার বিল ডাকাতিয়ার জলবদ্ধতা তৎকালীন সময়ে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে আালোচিত হয়েছিল।অন্দোলনের মুখে সরকার ৪ কোটি টাকা খরচ করে শ্রী নদী খনন করে। সমস্যা সমাধানে সরকার একাধিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেন। হাসকোনিং,হালক্রো,পানি উন্নয়ন বোর্ড,কেজিডিআরপি বিশেষজ্ঞবৃন্দের প্রণীত প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়।

২. সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ

১৯৯৪-৯৫ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ২২৮৬৮.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কhulna

Jessore Drainage Rehabilitation Project (KJDRP) গ্রহণ করা হয় । বিল ডাকাতিয়ার আংশিক জলাবদ্ধতা নিরসনে KJDRP সহায়ক হলেও উপকূলীয় বাঁধের সম্প্রসারণ, গ্যাংরাইলের উপর বড় ধরনের রেগুলেটর নির্মাণ প্রভৃতি পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে জনতা প্রবল আপত্তি ও বাধা দেয়। ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়।

টিআরএম : ১৯৯৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সিইজিআইএস এর জাতীয় কর্মশালায় জনগণের দীর্ঘ আন্দোলন, সিইজিআইএস (CEGIS)-এর ষ্টাডি রিপোর্ট এবং দাতা সংস্থার ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শনের ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি উন্নয়ন বোর্ড Tidal River Management (TRM) বাংলায় নদীর অববাহিকায় জোয়ারাধার ধারণাটি মেনে নেয়। TRM হলো মূল নদীর অবব-হিকায় নির্বাচিত বিলে নদীর দিকে কিছু অংশ খোলা রেখে চারিদিক দিয়ে পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ করে বিলে জোয়ার ভাটা চালু করা। সমুদ্র থেকে জোয়ারের সাথে ভেসে আসা পলি কাট পয়েন্ট দিয়ে বিলে প্রবেশ করে অবক্ষেপিত হয়ে ভাটায় দ্রুত নেমে যাবে। সাধারণত: ৬০০ হেক্টর জমিতে ৩ বছর ব্যাপি জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে পলি তুলে বিলকে উঁচু করার পাশাপাশি নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ১৯৯৮ সালে ১৭ জানুয়ারী বামপন্থী কৃষক সংগঠন, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ভবদহ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দ, যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে একটি সেমিনার করে। সেমিনারে বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ ড: আইনুন নিশাত, পরিবেশ বিজ্ঞানী ড: স্বপন আদনান, বিশিষ্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও জোয়ারাধারের পক্ষে মূল্যবাদ মতামত প্রদান করেন।

১৯৯৮ -২০০১ সাল পর্যন্ত বিল ভায়নায় স্থানীয় জনগণ স্ব প্রণোদিত হয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে TRM চালু করে ভাল ফল পায় ।

পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০০২-২০০৪ সালে ২২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিল কেদারিয়ায় ৬০০ হেক্টর জমিতে ১ম TRM চালু করে। জনগণের দাবী ছিল ২১ ভেন্ট ও ৯ ভেন্ট-এর ভিতর থেকে কেটে জোয়ারের স্রোত কেদারিয়া বিলে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু জনমতকে উপেক্ষা করে সরাসরি নদী না কেটে স্লুইজগেটের ভিতর দিয়ে জোয়ারের পানি প্রবাহিত করায় বিলে আশানুরূপ পলি পড়ে না। স্লুইজগেট থেকে বিল কেদারিয়ার দূরত্ব ৬কি:মি। জোয়ারের পানি যাবার পথে নদীর ভিতর অসংখ্য মাছ ধরার পাটা -জাল থাকাতে পলিযুক্ত স্রোতকে বাধাপ্রাপ্ত করে। উপরন্তু পানিউন্নয়ন বোর্ডের কাজে দীর্ঘসূত্রতা, জনমতকে উপেক্ষা করা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, সর্বোপরী বাস্তবায়নে উদাসীনতার ফলে প্রকল্পটি আংশিক সফল হয় । সে সময়ে পাউবোর বিরুদ্ধে মহিলারা ঝাটা মিছিল করেছিল। TRM চালুর ফলে শ্রী ও হরি নদীর নাব্যতা ২০-৩০ ফুট বৃদ্ধি পায়। বিল কেদারিয়ার কিছু কিছু এলাকায় বিশেষ করে উচুঁ জমিগুলোতে ভাল ফসল হয়। তবে জমির মালিকদের কোন ক্ষতি পূরণ দেয়া হয়নি। গরীব কৃষকেরা ৩ বছরের জন্য স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছিল জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার আশায় কিন্তু তাদের আশা পূরণ হয়নি।

বিল কেদারিয়ার ইরি,বোরো চাষীরা লবণ পানি থেকে তাদের ফসল রক্ষার্থে স্থানীয় বিএনপি নেতা নাজমুল সাদাতের কাছে স্লুইজ গেট বন্ধ রাখার দাবী জানান। তৎকালীন জেলা প্রশাসকের কাছে ৪৮৩ জনের স্বাক্ষরিত আবেদনের প্রেক্ষিতে ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্মতিতে ১২ মার্চ থেকে গেটগুলো ৪৯ দিন বন্ধ রাখা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড গেটগুলো খুলতে চেষ্টা করেও জনতার দাবীর মুখে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু ডুমুরিয়ার শৈলগাতীতে আরসিসি ব্রীজ নির্মাণকালে নদী শাসন করা হয়েছে। নদীর মাঝে পূর্ব নির্মিত ব্রিজের পিলার থাকাতে নদীর প্রবাহকে বাঁধাগ্রস্থ করার ফলে নদীতে পলি অবক্ষেপন দ্রুত হয়। ইতোমধ্যে ১৭ কি:মি: নদী ভরাট হয়ে যায়। অক্টোবরের ৭দিন একটানা বৃষ্টিতে যশোর,খুলনা ও

সাতক্ষিরা জেলার ৪টি উপজেলার , ২৭টি ইউনিয়নের , ২০০ টি গ্রামের প্রায় ১০ লক্ষ লোক পানি বন্দি হয়ে পড়ে। স্কুল-কলেজ,রাস্তা-ঘাট,ঘর-বাড়ী পানিতে নিমজ্জিত হয়।শত শত লোক গৃহ ছেড়ে রাস্তায় আশ্রয় নেয়। এলাকার হাজার হাজার অশিক্ষিত-শিক্ষিত যুবক এসময়ে সংসার চালাতে যেয়ে শিল্প নগরী নওয়াপাড়াতে ঘাট শ্রমিক, মিল শ্রমিক, দিনমজুর, রিকসা-ভ্যান চালক, রাজমিস্ত্রী, মৎস্য শিকার পেশায় নিয়োজিত হয়। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত লোক নওয়াপাড়া, মনিরামপুরসহ বিভিন্ন শহুরে প্রাইভেট টিউশনি ও অন্যান্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে গেছে বেশ কিছু পরিবার।

পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি, ২৭ বিল সংগ্রাম কমিটি, কপোতাক্ষ ও ভৈরব বাঁচাও কমিটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের দাবী ছিল "পানি সরাও মানুষ বাচাঁও" পাউবো নয় সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর-কে দিয়ে পানি সরাতে হবে। অবশেষে সরকার পানি নিষ্কাশনের জন্য ৭০ কোটী টাকা বরাদ্দ দেয় এবং সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর-এর তত্ত্বাবধানে পাউবোকে দিয়ে কাজ করে। এদিকে যশোর- খুলনা রোডের পাশে আমডাংগা খালের সাথে ভৈরবের সংযোগ ঘটিয়ে অভয়নগর জলাবদ্ধ এলাকার ১৫বিলের পানি সরানোর দাবী জোরালো হয়। ফলে আমডাংগা খাল খনন করা হয়। কিন্তু উক্ত খালের উপর স্বল্প দৈর্ঘ ও অগভীর উচ্চতা সম্পন্ন একটি রেলওয়ে ও একটি হাইওয়ে ব্রীজ থাকায় পানি প্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ হয়। গত ১ আগষ্ট ২০০৬ তারিখের পানি সম্পদ সচিব ও স্থানীয় সাংসদের উপস্থিতিতে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রেলওয়ে ব্রীজ সংস্কার ও হাউওয়ে ব্রীজ নির্মাণ করে তৎসংলগ্ন ৫টি স্লুইজগেট স্থাপন করা হয়। এদিকে জনস্বার্থে দায়ের করা একটি মামলায় হাইকোর্ট ভবদহকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা ও জলাবদ্ধ মানুষকে পর্যাপ্ত ত্রাণ ও পুন:র্বাসনের ব্যবস্থা করতে বলে। কিন্তু হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়িত হয়নি।

২০০৬ সালের ২৭ এপ্রিল পূর্ব বিল খুকশিয়ায় TRM চালু করা হয়। কিন্তু জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে জোয়ারের পানির সাথে উজানের বৃষ্টির পানি কাট পয়েন্ট দিয়ে একসাথে ঢুকে বেসিনে পানির উচ্চতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে পশ্চিম বিল খুকশিয়াসহ ২৬ বিলের (২৬ বিল বলা হলেও ভবদহ এলাকায় বাস্তবে ছোট ছোট আরও অনেক বিল রয়েছে) পানি কাটাখালী ৫ ভেন্টরে স্লুসজ গেট দিয়ে পূর্ব বিল খুকশিয়ায় নিষ্কাশন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে ১৫ জুলাই ২০০৬ স্থানীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ জনসাধারণকে সাথে নিয়ে কাট পয়েন্ট বন্ধ করে দেয়। জনগণের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। ৩০৭৫ জন জমির মালিকের মধ্যে মাত্র ৪৪৬ জন ১,৮৫,২৩,৩৩২ টাকা গ্রহণ করে। জনগনের বক্তব্য, প্রকলেপর টাকা ব্যাপকভাবে লুটপাট হয়েছে। নদী কাটা ,বাঁধ দেয়া, স্কেভেটর মেশিন দিয়ে ঘের কাটা, মেশিন আকেজো দেখিয়ে তেল চুরি প্রভৃতি কারণে পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি আন্দোলন শুরু করে। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ থেকে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ শুরু হয় এবং পুনরায় TRM চালু হয়। ২০০৮ সালে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পাউবো TRM চালু রাখে। ২০১৩ সালে সংক্ষুদ্ধ জনগণ গোরশিয়ালের কাট পয়েন্ট বন্ধ করে দেয়। ফলে নদীতে আবার পলি জমতে শুরু করে।

৫ মে, ২০১২ সালে বিল কপালিয়ায় TRM উদ্ধোধন করা হয়। কিন্তু ২ জুন ২০১২ পেরিফেরিয়াল বাঁধ তৈরী করতে গেলে TRM বিরোধী জনতা জাতীয় সংসদের হুইপ শেখ আব্দুল ওহাব,এম পি,অভয়নগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক ,পাউবোর কর্মকর্তাবৃন্দসহ ২৬ জন আহত হয়। পাউবো ও পুলিশের গাড়ীতে ভাংচুর ও পোড়ানো হয়। মূলত: পাউবোর কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের সীমাহীন দূর্নীতি,খাস জমি ও অর্পিত সম্পত্তি দখলকারী বড় বড় ঘের মালিকের ক্ষতি পূরণ না পাওয়া , দখলকৃত খাস জমি ও অর্পিত সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাওয়ার ভয় , জনগণকে প্রকল্প সম্পর্কে মোটিভেশন না করে অনেকটা গায়ের জোরে TRM করা, TRM সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হবে কিনা -সে বিষয়ে জনমনে সংশয়,সর্বোপরী ক্ষতি পূরণ প্রাপ্তিতে সংশয় প্রভৃতি কারণে জনগণ বাঁধা দেয়। ৩০ জুন ২০১২ প্রকল্পের

মেয়াদ শেষ হলে পাউবো ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করে । কিন্তু প্রকল্পের কাজ চালু করতে ব্যর্থ হয়। জলাবদ্ধতা ঠেকাতে ভবদহের সব গেট খুলে দেয়া হয়। সিঙ্গিয়ার বাঁধ ভেঙ্গে যাবার ফলে পানির চাপে ভাগ্যক্রমে হরি নদী ভরাট হয়না।

২০১৬ সালে ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে পাউবো ঠিকাদার দিয়ে ভবদহের স্লুসজগেটগুলো আটকে রেখে ভিতরে টেকা নদী ২ কি:মি: ও বাইরে হরি নদী ৫০০ মি: কাটে। হরি নদী কাটার সাথে সাথে জোয়ারের পানিতে পলি পড়ে বন্ধ হয়ে যায় (ভবদহ গেটের মৎস্য শিকারী ছালাম হালদারের ভাষ্য অনুযায়ী TRM চালু না থাকলে শুস্ক মৌসুমে প্রতি জোয়ারে গেটের বাইরে প্রায় ২ ফুট পলি জমে যায়। এক গ্লাস পলি যুক্ত পানি গ্লাসে রাখলে অর্ধেকের বেশী পলি জমে)। স্থানীয় লোকের অভিমত গেট আটকে রেখে ভেতরে খনন করায় সমস্ত গেটগুলো এবং নদী পলিতে দ্রুত ভরে গেছে। একই অবস্থা হয়েছে ৬ ভেন্ট ও ৯ ভেন্টরে। কপালিয়ার বাসিন্দা হরি পদ মন্ডল বলেন, স্লুসজগেটগুলো বন্ধ করে ভিতরে মাঠি কাটার ফলে পলি জমে হরি নদী শোলগাতী ব্রীজ পর্যন্ত প্রায় ১২ কি:মি: চর পড়ে গেছে। আমরা বহুবার কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেছি গেট তুলে দিতে । কিন্তু কেউ আমাদের কথা শোনেনি।

ভবদহ এলাকা পুনরায় জলাবদ্ধ হয়ে পড়ার আশংকা বিগত দুই বছর যাবৎ সব মহলে আলোচিত হয়েছে। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এলাকার জনসাধারণকে সংগঠিত করে বড় ধরনের কোন আন্দোলন হয়নি। এবছর আগে থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়। ভবদহ এলাকার বৃষ্টি ও উজানের বৃষ্টির পানি এসে জমতে থাকে বিলে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপে ৯ থেকে ১০ আগস্ট এবং ২০ ও ২১ আগস্ট একটানা বৃষ্টিতে এলাকা তলিয়ে যায়। আবহাওয়া অধিদপ্তর ২৪ ঘন্টায় ১৯২ মি:মি: বৃষ্টিপাত রেকর্ড করে । নদীগুলোর পানি বিপদসীমার ৩.৫৮ মি: উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। ভারী বৃষ্টিপাতে যশোরের মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলার ২৭ টি ইউনিয়নের ২ শতাধিক গ্রামের ৩ লক্ষ লোক পানি বন্দী হয়ে পড়ে। এলাকার স্কুল-কলেজ, বসত বাড়ী, অধিকাংশ রাস্তা ২-৩ ফুট কোথাও আরও বেশী পানির তলে নিমজ্জিত । যেসব রাস্তায় পানি ওঠেনি সেখানে মানুষ তাদের গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী নিয়ে একসাথে বসবাস করছে। অনেকের ধান-চাল পানিতে ভিজে নষ্ট হয়েছে। বাকীরা ইট কাঠ দিয়ে কোনক্রমে সংরক্ষণ করেছে অথবা কমদামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এলাকাবাসি গরু পালনে খুবই দক্ষ। কিন্তু অধিকাংশ গরু রাখার জায়গা ও খাবারের অভাবে অর্ধেক দামে ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। ক্ষেতের ফসল, শাক-সব্জী, ঘেরের মাছ, বাগানের ফল, ঘাছ-পালা সবকিছু বিনষ্ট হয়েছে। বাথরুম-ল্যাট্রিন পানিতে নিমজ্জিত থাকায় মানুষ খোলা জায়গায় প্রাকৃতিক কাজ সারতে বাধ্য হচ্ছে । ফলে পানি পচে চারিদিকে দুগন্ধ ছড়াচ্ছে। দুষিত পানি গোছল ও ব্যবহার করে হাত-পায়ে ঘা, চুলকানী,আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি রোগ মহামারী আকার ধারণ করেছে। এলাকার স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকাতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ইতোমধ্যে সাপের কামড়ে ১৩ জন ও জলে ডুবে মারা গেছে ১২ জন (সূত্র-৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ দৈনিক পূর্বাঞ্চল)। এলাকার নারী , শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ ও দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। (১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত যশোর জেলার অভয়নগর, মনিরাপুর ও কেশবপুর উপজেলার সার্বিক ক্ষয়-ক্ষতির চিত্র ও ম্যাপ সংযুক্ত করা হলো,সূত্র- জেলা ত্রাণ ও পুন:র্বাসন অফিস,যশোর)। বাস্তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশী ও সুদুরপ্রসারী।

৩. পানি নিস্কাশনের জন্য সুপারিশ :

স্বল্পমেয়াদী

১। হরি-শ্রী নদী শোলগাতী ব্রীজ পর্যন্ত ১৫-২০ ফুট গভীর করে খনন করতে হবে

২। ভবদহ স্লুসজগেটের পাটার নীচে জমে থাকা সমস্ত পলি (ডাইভারশন চ্যানেলের পলি) দ্রুত অপসারণ করতে হবে

৩। ৯ ও ৬ ভেন্ট-এর পলি দ্রুত অপসারণ করে পানি বের করার ব্যবস্থা করতে হবে

৪। জোয়ারের পানি প্রবেশ রোধে সমস্ত কপাটের রবারসেল লাগাতে হবে

৫। ভবদহ গেটের ভাঙ্গা রেলিং, হুক, পিলার ও ট্রলি মেরামত/নতুন করে লাগাতে হবে

৬। নদীর ভিতরের সমস্ত পাটা, জাল, কুমোর (নদীতে ঢাল ফেলে মাছ ধরার স্থান) অপসারণ করতে হবে

৭। আমডাংগা খাল গভীর ও প্রশস্ত করতে হবে

৮। ঘেরের ভিতর থেকে সমস্ত খালকে অবমুক্ত করতে হবে

৯। TRM বেসিনের জমির মালিকদের হাল রেকর্ড ও দখল সত্ত্বে সহজে ক্ষতিপূরণ প্রদান করাতে হবে

১০। পূর্ব বিল কপালিয়ায় TRM চালু করতে হবে

১১। সমস্ত পরিকল্পনা জনগণকে অবহিত করতে হবে ও স্থানীয় ভূমিহীনদের দ্বারা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে

১২। পাউবো, স্থানীয় প্রশাসন ও এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে

১৩। স্লুসজগেটগুলোর পাটা উঠানো-নামানো ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য স্থায়ী লোক নিয়োগ দিতে হবে।

১৪। ভবদহ এলাকাকে দূর্গত এলাকা ঘোষণা করতে হবে

দীর্ঘমেয়াদী

১। পদ্মার সাথে মাথাভাংগা, মাথাভাংগার সাথে ভৈরব, ভৈরবের সাথে কপোতাক্ষ ও মুক্তেশ্বরীর কার্যকরী সংযোগ স্থাপন করতে হবে

২। নদীর সাথে সকল সংযোগ খাল,নালা অবমুক্ত করে খনন করতে হবে

৩। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা সকল মৎস্য ঘের উচ্ছেদ করতে হবে

৪। এলাকার সকল কালভার্ট - ব্রীজ দ্রুত পানি নিষ্কাশনের উপযোগী করে নির্মাণ করতে হবে

৫। স্কুল-কলেজ, বসতবাড়ী, গোয়ালঘর, রাস্তাসহ সকল স্থাপনা বর্তমান ওয়াটার লেভেলের চেয়ে ৫ ফুট উঁচু করে তৈরী করতে হবে

৬। আমডাংগা খাল দখলমুক্ত ও অংশ বিশেষ অধিগ্রহণ করে রাজাপুর খালের সাথে সংযোগ ঘটাতে হবে। খাল গভীর ও প্রশস্ত করতে হবে এবং জমির মালিকদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

৭। পর্যায়ক্রমে সকল বিলে পরিকল্পিত উপায়ে TRM চালু করতে হবে

৮। সকল বিলে অবাধ জোয়ার-ভাটার সুযোগ তৈরী করতে হবে। লবণ পানির প্লাবন থেকে ফসল রক্ষার জন্য অষ্টমাসী বাঁধ (৩০ ডিসেম্বর- ৩০ এপ্রিল) নির্মাণ কর

গ্রন্থপঞ্জী

১। মো. জয়নাল আবেদীন - বাংলাদেশে পানির সে কাল ও এ কাল

২। মো. জয়নাল আবেদীন – জলবায়ু পরিবর্তন: বাংলাদেশে এর প্রভাব, প্রস্তুতি ও করণীয়

৩। রাশেদা আক্তার খানম - জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ-সংকটে গ্রামীণ নারী

৪। প্র. আশরাফ আলী - ভৈরব নদের সংস্কার ও খনন

৫। প্র. আশরাফ আলী – ভবদহসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা নিরসনের উপায়

৬। প্র. আশরাফ আলী - ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি আয়োজিত কনভেনশনে উত্থাপিত পত্র

৭। মহির উদ্দিন বিশ্বাস - TRM

৮। এম আর খায়েরুল আলম - ভবদহ জলাবদ্ধতা সমস্যা এবং আমাদের করণীয়

৯। হাসেম আলী ফকীর - হরি অববাহিকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও টিআরএম বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রস্তাবনা

১০। বাবুর আলী গোলদার - আপার ভদ্রা ও হরি অববাহিকায় জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি ও করণীয়

১১। ফারুক আলম- টিআরএম অনিশ্চিত সংকটাপন্ন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল

১২। ক্ষেত মজুর সংগ্রাম পরিষদ, খুলনা-যশোর সমন্বয় কমিটি - জলাবদ্ধতা স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বিকল্প ভাবনা ও প্রস্তাবনা

১৩। সুকুমার ঘোষ - উপকূলীয় বাঁধ মরণ ফাঁদ